# বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
## (Local Government of Bangladesh)

**ইউনিট ৮**

রাষ্ট্রের শাসনকার্য সঠিকভাবে পরিচালনায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রিয় সরকারের অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে গড়ে উঠেছে। এই সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মূল কারণ হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা। বাংলাদেশেও এ ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রের শাসন কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কেন্দ্রিয় সরকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ অধ্যায়ে আমরা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে জানব।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ** |

## পাঠ-৮.১ স্থানীয় সরকার (Local Government)

**উদ্দেশ্য**

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্থানীয় সরকার কী বলতে পারবেন।
- স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | পৌর, উন্নয়ন, অবকাঠামো, সেবা, তৃণমূল |

স্থানীয় সরকার হল রাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্ত করা ক্ষুদ্রতর শাসন কাঠামো। এটি হল কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ধিত ও সহায়ক অংশ। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্রিয় সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করে। কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার দুই রকমের হয় যথা-স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার। স্থনীয় প্রশাসন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন প্রশাসক যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের উদাহরণ হল-জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, শহরাঞ্চলে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সম্মিলিতভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে।

**স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি**

জনগণের প্রয়োজন ও আশা আকাঙ্খার ধারক-বাহক হিসাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাজ করে যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুই ধরনের। (ক) শহর বা পৌর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং (খ) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা।

(ক) শহর বা পৌর স্থানীয় সরকার; শহর বা শহরে পরিণত হচ্ছে এমন এলাকার উন্নয়ন ও বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য এগুলো গঠন করা হয়। যেমন- বাংলাদেশে পৌরসভা, ব্রিটেনে বরো (Borough) ইত্যাদি।

(খ) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার: গ্রাম এলাকার সেবার ধরণ একটু ভিন্ন। তাই গ্রামীণ সরকারও শহুরে স্থানীয় সরকার থেকে ভিন্ন হয়। যেমন- বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ।

**স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা**

গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। বর্তমান রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা উভয়ই বেশি। অন্যদিকে রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক ভাবধারার দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে সরকার জনগণের দোর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রামীণ এই উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে সম্পন্ন করা কঠিন। আর তাই বাংলাদেশের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গঠন করা হয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। যার দ্বারা তৃণমূল পর্যায়ের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ শাসন ও সেবা প্রদান দু কারণেই সরকারকে তৃণমূলে হচ্ছে। নিম্নরূপ কারণে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম–

(ক) গ্রামীণ এলাকার প্রতি সরকারের দৃষ্টিদান ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীন জনগণের অবস্থা উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিদান। যেমন- স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন, কৃষির উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

(খ) দ্রুত ও সহজ বিচার ব্যবস্থা ঃ বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দারপ্রান্তে পৌঁছে দেবার জন্যে উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারী কোর্ট স্থাপন করা, ছোট খাট অপরাধের বিচারের জন্যে সালিশীর ব্যবস্থা করা যাতে গ্রামীণ জনগণ সহজেই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে গ্রাম আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ সামাজিক সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পল্লী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, সরকারি অফিসের শাখা সম্প্রসারণ, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, স্কুল, কলেজ স্থাপন ও তদারকি করে থাকে।

শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা এবং সকল কার্যক্রমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে সাহায্য করে। জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন। |

**সারসংক্ষেপ**

স্থানীয় সরকার হল স্থানীয় জনগণের দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র পরিসরের শাসন ব্যবস্থা। এই সরকার নির্বাচিত, অনির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারে। সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শহর ও গ্রামীণ পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। স্থানীয় সরকার তার কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকে ফলে বৃহত্তর ভাবে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। এভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমানে স্থানীয় সরকার অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অংশ নয় .....।

(i) কেন্দ্রীয় সরকার (ii) বিচার বিভাগ (iii) মন্ত্রিপরিষদ (iv) জেলা প্রশাসন

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i + iv (খ) iii + iv (গ) ii + iii (ঘ) i + ii + iii

# পাঠ-৮.২ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ (Nature of the Local Government of Bangladesh)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার স্বরূপ জানতে পারবেন।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি বলতে পারবন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | সংবিধান, স্তর, জন অংশগ্রহণ, স্থানীয় প্রতিনিধি, তৃণমূল, ক্ষমতা বন্টন |

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস বাংলাদেশে অভুয়দয়ের ইতিহাসের মতই পুরনো। মোঘল ও ব্রিটিশ আমল পেরিয়ে নান আনুষ্ঠানিকতা ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবিভক্ত পাকিস্তানেও এ রকম স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৭২ সালের সংবিধানে। বাংলাদেশে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ স্তরগুলো হল-জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, এবং সবচেয়ে নিচের ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদ। শহরে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ রয়েছে। গ্রাম বা এর নিকটবর্তী হল ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বশেষ ও কার্যকরী স্তর বলে বিবেচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার

| স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় | | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় |
|---|---|---|
| **শহরভিত্তিক স্থানীয় সরকার** | **গ্রামভিত্তিক স্থানীয় সরকার** | **পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ** |
| সিটি কর্পোরেশন | জেলা পরিষদ | বান্দরবন পাহাড়ী জেলা পরিষদ |
| পৌরসভা | উপজেলা পরিষদ | রাঙামাটি পাহাড়ী জেলা পরিষদ |
| | ইউনিয়ন পরিষদ | খাগড়াছড়ি পাহাড়ী জেলা পরিষদ |

বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার গঠনের বিধান রয়েছে। সাধারণত প্রতিটি স্তরের এলাকাকে ওয়ার্ড হিসাবে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে জনগণের সরাসরি ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। তবে জেলা পরিষদ নির্বাচনে কেবল ওয়ার্ডের সদস্যদের ভোটাধিকার রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তরেই নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের বিশেষ বিধান রয়েছে।

### সংবিধানে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে তৃনমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং একই সাথে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে (অনুচ্ছেদ ৯, ১১, ৫৯ এবং ৬০)। এসব অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ করে ৫৯(১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইন মোতাবেক নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে।"

৬০ নং অনুচ্ছেদে "স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষনাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।" এ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

সংবিধানের স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়-

বাংলাদেশের সংবিধান শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামোর জন্য নির্দিষ্ট এলাকার স্থানীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় ব্যবস্থার কাঠামো নির্ণয় করে দিয়েছে। যেখানে কৃষক, শ্রমিক ও নারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতাও এইভাবে নির্ণয় করা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষমতা বিধি মোতাবেক স্থানীয় সরকার কাঠামোর কাছে ন্যস্ত থাকবে। স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয়, আর্থিক, উন্নয়নমূলক ভূমিকা প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। এই স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রিয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে শুধু সুশাসনে অবদান রাখবে তা নয় বরং উত্তম সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহের ব্যবস্থাপনায় অধিক সাফল্যের নিশ্চয়তা বিধান করবে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি বর্ণনা করুন। |

**সারসংক্ষেপ**

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যাবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রণীত সংবিধানে স্থানীয় সরকারের উপর জোর দেয়া হয়। বাংলাদেশে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, শ্রমিক ও নারীর উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব থাকে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কয় স্তরবিশিষ্ট?

(ক) এক (খ) দুই
(গ) তিন (ঘ) পাঁচ

(২) বাংলাদেশের সংবিধান স্থানীয় সরকারকে আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করেছে ....।

(i) অনুচ্ছেদ ৫৯(১) দ্বারা (ii) অনুচ্ছেদ ৯ দ্বারা
(iii) অনুচ্ছেদ ৬০ দ্বারা (iv) অনুচ্ছেদ ৯ ও ৬০ দ্বারা

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i (খ) iii (গ) iv (ঘ) i + iii

# পাঠ-৮.৩ ইউনিয়ন পরিষদ (Union Council)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- ইউনিয়ন পরিষদের গঠন বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস সম্পর্কে অবগত হবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | গ্রামীণ, ওয়ার্ড, সংরক্ষিত, রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন, কর আরোপ, ইজারা, টোল |

৮৯ হাজার গ্রাম অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশ। সাধারণত প্রায় ১৫-২০ হাজার লোক অধ্যুষিত ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন। একটি ইউনিয়ন ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে এক জন করে ৯টি ওয়ার্ড থেকে ৯ জন সাধারণ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ন'জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিন জন নির্বাচিত নারী সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) রয়েছে।

প্রতি তিন ওয়ার্ড থেকে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। কার্যালয় পরিচালনার জন্য এক জন সচিব নিয়োগ করা হয়। যদিও ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর, সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের অপসারণ করা যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৪৫০ টি।

**কার্যাবলি**

ইউনিয়ন পরিষদ গ্রামীণ জন জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হল-

১। ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তাঘাট, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করে।
২। জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে আলো জ্বালানো।
৩। সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠ এর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪। কৃষি উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ উন্নতমানের বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ ও অধিক খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে।
৫। মৎস্য চাষ, পশুপালন ও পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
৬। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ পরিবেশ পরিস্কার পরি"ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। ময়লা আবর্জনা ফেলা, প্রাণী জবাই, গবাদি পশুর গোসল, ময়লা কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।
৭। শিক্ষা বিস্তারের ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র ও লাইব্রেরি স্থাপন ইত্যাদি করে।
৮। ইউনিয়ন পরিষদ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গণসচেতনতা তৈরি করে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অল্প খরচে সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করে।
৯। চিকিৎসার জন্য দাতব্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।
১০। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটির শিল্প স্থাপন ও সমবায় আন্দোলন পরিচালনা করে।
১১। কবরস্থান, শ্বশ্মান, জনসাধারণের সভার স্থান ও জনসাধারণের অন্যান্য সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে।
১২। খাবার পানির জন্যে সংরক্ষিত কুপ, পুকুর বা পানি সরবরাহে অন্যান্য স্থান সংরক্ষণ করা।

১৩। ইউনিয়ন পরিষদ জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ করে।
১৪। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ইউনিয়ন পরিষদ দু:স্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।
১৫। ইউনিয়ন পরিষদ নিজ অফিসের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য ও আদায় করে এবং বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব সংগ্রহে সরকারকে সহায়তা করে।
১৬। গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা এবং দেওয়ানি ও ছোট খাটো ফৌজদারি মামলার বিচার ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারে।
১৭। ইউনিয়ন পরিষদের মত একই কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা স্থাপন করে।
১৮। ইউনিয়নের বাসিন্দা বা পরিদর্শনকারী উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, আরাম-আয়েস বা সুযোগ-সুবিধার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

**আয়ের উৎস**

ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস নিম্নরূপ:

(১) বাড়িঘর, দালান-কোঠার উপর কর
(২) জন্ম, বিবাহ ও ভোজের উপর ফি
(৩) গ্রাম পুলিশ রেট
(৪) জনস্বার্থে বিশেষ কল্যাণকর কাজের জন্য ফি
(৫) হাট বাজার, জলমহাল, ফেরিঘাট ইজারা ও টোল সংগ্রহ
(৬) সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, সার্কাস, মেলা ইত্যাদির উপর কর
(৭) যানবাহনের উপর কর, লাইসেন্স, পারমিট ফি
(৮) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ/অনুদান ইত্যাদি।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সক্ষমতা বর্ণনা করুন। |

**সারসংক্ষেপ**

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর নিচের দিকে সবচেয়ে কার্যকর ইউনিট হল ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য ও মহিলা সদস্যগণ জনগনের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। গ্রামীণ সমস্যা দূরীকরণ, উন্নয়ন কাজে সহায়তা, সচেতনতা বৃদ্ধি ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করতে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের আসনের অনুপাত কত?
(ক) ৩ ঃ ৪ (খ) ২ ঃ ৩ (গ) ৩ ঃ ১ (ঘ) ৪ ঃ ২

২। ইউনিয়ন পরিষদ যে সব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে তা হল –
(i) রাস্তাঘাট নির্মাণ (ii) বৃক্ষরোপন
(iii) উন্নতমানের বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ (iv) নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে ব্যবস্থা নেয়া
কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i + ii (খ) iv (গ) iii (ঘ) i + ii + iii

# পাঠ-৮.৪ উপজেলা পরিষদ (Upazila Council)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- উপজেলা পরিষদের গঠন জানতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎস জানতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | থানা, উপজেলা, নির্বাচিত, নির্বাহী কর্মকর্তা, সমন্বয়, কর আরোপ, উন্নয়ন |

১৯৮২ সালে বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। থানাগুলোকে উপজেলা নামে গণ্য করে সর্বত্র নির্বাচিত পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করা হলেও ১৯৯৮ সালে আবার উপজেলা গঠনের জন্যে আইন প্রণয়ন করা হয়।

**গঠন**

উপজেলা পরিষদ গঠিত হয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান, দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান (এদের মধ্যে একজন হবেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা) এবং কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে। সংশ্লিষ্ট উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি এই পরিষদের সদস্য হবেন। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত পদে তিনজন নারী সদস্য মনোনীত হয়ে থাকেন। ২০০৯ উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ পরিষদের পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এই পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউ.এন.ও.) পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৯০ দিন উপজেলা রয়েছে।

**কার্যাবলি**

উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ অনুযায়ী এই পরিষদ নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করে থাকে–

১। ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে।
২। পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও উক্ত দপ্তরের কাজ কর্মসমূহের তত্ত্বাবধান করা।
৩। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আন্ত-ইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।
৪। কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে পশু পালন, মৎস্য চাষ, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।
৫। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা দান করে।
৬। স্যানিটেশন ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৭। শিক্ষা প্রসারের জন্য জনমত তৈরি এবং মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম তদারকি করে।
৮। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে।
৯। সমবায় সমিতি ও বেসরকারি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজের সমন্বয় সাধন করে।
১০। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে জনমত গঠন করে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
১১। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে।

১২। আত্ম:কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যে নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
১৩। সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
১৪। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

**আয়ের উৎস**

উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ২৪ নং আইন) এর চতুর্থ তফসিলে উল্লেখিত সকল বা যে কোন কর রেইট, টোল এবং ফিস নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করতে পারবে। এভাবে আয়ের উৎস গুলো হল ঃ

১) উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহল ও ফেরিঘাট হতে ইজারার আয়।
২) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয়নি, সেখানে সীমানা নির্ধারণপূর্বক উক্ত সীমানা বা থানা সদরের মধ্যে অবস্থিত ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানার উপর ধার্যকৃত কর।
৩) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা নেই সেখানে থানা সদরে অবস্থিত সিনেমা হলের উপর কর, নাটক, থিয়েটার বা যাত্রার উপর নির্ধারিত কর।
৪) বেসরকারিভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত কর।
৫) রাস্তা আলোকিতকরণের উপর কর।
৬) পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্যকৃত ফি ইত্যাদি।
৭) উপজেলার এলাকাভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ আদায়কৃত রেজিস্ট্রেশন ফিসের ১% এবং আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২%।
৮) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস হতে অর্জিত আয়।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | উপজেলা পরিষদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। |
|---|---|

**সারসংক্ষেপ**

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থ্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল উপজেলা পরিষদ। ১৯৮২ সালে প্রথম উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়। একজন চেয়ারম্যান, দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান, অধিভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌরসভার মেয়র (যদি থাকে) ও তিনজন মহিলা সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। তাছাড়া স্থানীয় সংসদ সদস্য এর পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন। উপজেলা পরিষদের প্রধান কাজ হল ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। কত সালে বাংলাদেশে উপজেলা পরিষদ গঠিত হয়?
(ক) ১৯৮২ (খ) ১৯৮১ (গ) ১৯৮৩ (ঘ) ১৯৯১

২। উপজেলা পরিষদের আয়ের উৎস –
(i) কড়িঘর ও দালান-কোঠার উপর কর (ii) গ্রাম পুলিশ রেট
(iii) যানবাহনের উপর কর (iv) সেবার উপর ধার্যকৃত ফি
নিচের কোন্‌টি নির্ভুল?
(ক) iv + i (খ) ii + iii (গ) iii (ঘ) iv

# পাঠ-৮.৫ জেলা পরিষদ (District Council)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- জেলা পরিষদ কীভাবে গঠিত হয় তা জানতে পারবেন।
- জেলা পরিষদের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- জেলা পরিষদ এর আয়ের উৎস কি কি তা বলতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | নির্বাচক মন্ডল, চেয়ারম্যান, নির্বাহী, পরিকল্পনা প্রণয়ন, তদারকি |

জেলা পরিষদ হচ্ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। জেলা পরিষদের সভাপতি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা পান এবং জেলা প্রশাসককে তার অধীনে প্রধান নির্বাহী করা হয়। সংসদ সদস্য এই পরিষদে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

**গঠন**

জেলা পরিষদ আইন ২০০০ অনুযায়ী জেলা পরিষদ গঠিত হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে ৫ জন নারী সদস্যদেরকে নিয়ে এই জেলা পরিষদ। এরা নির্বাচিত হবেন পরোক্ষ ভোটে। জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী গঠিত হবে এক নির্বাচকমন্ডলী। প্রত্যেক জেলার অন্তর্ভূক্ত সিটি কর্পোরেশনের মেয়র (যদি থাকে) ও কমিশনারগণ উপজেলা পরিষদের মেয়র, পৌরসভার চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের নিয়ে হবে এই নির্বাচকমন্ডলী। একটি জেলায় মোটামুটি ১২৫ জন সদস্যের নির্বাচকমণ্ডলী থাকবে এবং তাঁরা একুশ জনকে নির্বাচিত করে জেলা পরিষদ গঠন করবেন।

**কার্যাবলি**

জেলা পরিষদ আইনটি পাশ হয় ২০০০ সালে। এ আইনে জেলা পরিষদের কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা জেলা পরিষদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যান্য দায়িত্বগুলো হল- শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণে পারিবারিক ক্লিনিক ও সরকারি হাসপাতাল গুলোর মান পর্যবেক্ষণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। তাছাড়া সন্ত্রাস দমন ও আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে সহায়তা দান এবং উপজেলার কার্যক্রমকে পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় করা। জেলা পরিষদ জেলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে।

(ক) জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা।
(খ) উপজেলা ও পৌরসভা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা।
(গ) সাধারণ পাঠাগারের ব্যবস্থা ও এর রক্ষণাবেক্ষণ।
(ঘ) উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এই প্রকার জনপথ কালভার্ট ও ব্রীজ-এর নির্মাণ রক্ষণাবেক্ষণ।
(ঙ) রাস্তার পার্শ্বে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।
(চ) জনসাধারণের ব্যবহার্যে উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ।
(ছ) সরাইখানা, ডাকবাংলা ও বিশ্রামগারের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
(জ) জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনকৃত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা।
(ঝ) উপজেলা ও পৌরসভাকে সহায়তা, সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান।
(ঞ) সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

**আয়ের উৎস**

জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ অনুযায়ী জেলা পরিষদকে ৮টি উৎস থেকে আয় করে থাকে। এই উৎসগুলো ছাড়াও জেলা পরিষদের জন্য জমি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ ভূমি করের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও হাট/বাজার, ফেরি ঘাট এবং জলমহাল থেকে বর্ধিত পরিমাণ লীজ এর অর্থ জেলা পরিষদ পাবে। নিচে জেলা পরিষেদের আয়ের কয়েকটি উৎস উল্লেখ করা হল–

(ক) বিজ্ঞাপন কর।
(খ) পরিষদের রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল।
(গ) পরিষদের জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে রেইট।
(ঘ) পরিষদ স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুলের জন্যে ফিস।
(ঙ) পরিষদের সেবা সরবরাহের জন্যে চার্জ।
(চ) পরিষদের জনকল্যাণমূলক কাজে উপকারের জন্যে ফিস এবং
(ছ) সরকারের হুকুমে আরোপিত কর।

সরকারের সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে জেলাপরিষদ খুব কার্যকর একটি কাঠামো। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জেলা পরিষদ সম্পূর্ণ সেভাবে এখনো কার্যকর হয়নি।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | জেলা পরিষদের গঠন কী রূপ? |
|---|---|

**সারসংক্ষেপ**

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সবোচ্চ স্তর হল জেলা পরিষদ। ২০০০ সালে জেলা পরিষদ আইন পাশ হয়। জেলা পরিষদ (সংশোধিত) একজন চেয়ারম্যান, পনের জন সদস্য সংরক্ষিত পদে ৫ জন নারী সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন। জেলা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন। জেলা পরিষদ নিজস্ব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরি করে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর কোন্‌টি?
(ক) উপজেলা পরিষদ (খ) ইউনিয়ন পরিষদ
(গ) জেলা পরিষদ (ঘ) গ্রাম সরকার

২। বর্তমান জেলা পরিষদ ....।
(i) ২০০০ সালের জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী গঠিত
(ii) একজন চেয়ারম্যান থাকেন
(iii) একজন মন্ত্রি এই পরিষদের পরামর্শক হয়ে থাকেন
(iv) ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে
কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i (খ) iii (গ) ii + iv (ঘ) i + iii+iv

# পাঠ-৮.৬ পৌরসভা (Municipality)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- পৌরসভার গঠন বলতে পারবেন।
- পৌরসভার কার্যাবলি জানতে পারবেন।
- পৌরসভার আয়ের উৎস চিহ্নিত করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | শহর এলাকা, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, রক্ষণাবেক্ষণ, জননিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, লাইসেন্স |

শহর এলাকায় স্থানীয় সরকারের প্রথম ধাপ হল পৌরসভা। অধিকাংশ পৌরসভাই উপজেলা পরিষদের কেন্দ্রে অবস্থিত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩১৮টি পৌরসভা রয়েছে।

**গঠন**

২০০৯ সালের স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন দ্বারা পৌরসভা গঠিত হয়। ১ জন মেয়র, গেজেট অনুযায়ী নির্ধারিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের পৌরসভার নারী কাউন্সিলরদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভার কার্যকাল ৫ বছর।

**কার্যাবলি**

পৌরসভা শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের পাশাপাশি নানাবিধ উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। যেমন-

১। সুপরিকল্পিত সুন্দর শহর গড়া এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পৌরসভা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

২। পৌরসভা যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং মোটরগাড়ি ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে।

৩। পৌরসভা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য সন্ত্রাস দমন ও শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪। জনগণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানির ব্যবস্থা এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৫। পৌর এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য পৌরসভা নৈশ প্রহরী নিয়োগ করে। অপরাধমূলক ও বিপজ্জনক খেলা ও পেশা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬। পৌর এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন, খামার স্থাপন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, গবাদি পশু বিক্রি ও রেজিষ্ট্রিকরণ, বিপজ্জনক পশু আটক ও হত্যা, পশুর মৃতদেহ অপসারণ ইত্যাদি কাজ করে।

৭। পরিকল্পিত শহর গড়ার জন্য পৌরসভা বাড়িঘর নির্মাণের অনুমতি দেয়। অননুমোদিত ও বেআইনী নির্মাণসমূহ ভেঙ্গে দেয়।

৮। মৃতদেহ সৎকারের জন্য গোরস্থান, শ্মশান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। অনাথ ও দু:স্থদের জন্য এতিমখানা ও অনাথ আশ্রম নির্মাণ করে।

৯। পৌর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয়, পাঠাগার স্থাপন করে।

১০। খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে, পঁচা ও ভেজাল খাবার বিক্রি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মাদক জাতীয় খাদ্য ও পানীয় অবাধে বিক্রি বন্ধের জন্য এসব দ্রব্য প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয় এবং সরবরাহের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে। বিধি নিষেধ লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেয়।

১১। পৌরসভা শহরের জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য রাস্তাঘাট, পুকুর, নর্দমা পরিষ্কার ও ডাস্টবিন নির্মাণ করে। সংক্রামক ও মহামারী ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক দানের ব্যবস্থা করে। হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করে।

১২। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পৌরসভা দুর্গতদের সাহায্য, সেবা এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করে।

১৩। পৌর এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ, বন সংরক্ষণ, জনগণের বিনোদনের জন্য পার্ক ও উদ্যান, মিলনায়তন স্থাপন এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গন সংরক্ষণ করে।

**আয়ের উৎস**

পৌরসভার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য আয়ের উৎস গুলো হল- স্থাপনা ও বিভিন্ন পরিসেবার উপর ধার্যকৃত কর। যেমন ঘরবাড়ি, দোকানপাট, পানি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি। তাছাড়া আরো কিছু আয়ের খাত যেমন যানবাহন নিবন্ধন ফি, লাইসেন্স প্রদান বাবদ ফি। পাশাপাশি সরকারি বরাদ্দও পৌরসভার আয়ের একটি প্রধান উৎস।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | পৌরসভা কী কী কাজ করে থাকে? |

**সারসংক্ষেপ**

শহরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর হল পৌরসভা। পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভা গঠিত হয় স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ অনুযায়ী। শহরের জনগণের স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও নানাবিধ উন্নয়নমুলক কাজের দায়িত্ব পালন করে পৌরসভা। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ইউনিট।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। কোন্‌টির মাধ্যমে পৌরসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন?
(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রত্যক্ষ ভোট
(গ) পরোক্ষ ভোট (ঘ) প্রধানমন্ত্রী

২। পৌরসভা গঠিত হয়.....।
(i) জেলা পরিষদ আইন ২০০০ (ii) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯
(iii) উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (iv) পৌরসভা আইন ২০০১
কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) iv

# পাঠ-৮.৭ সিটি কর্পোরেশন (City Corporation)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- সিটি কর্পোরেশনের গঠন সম্পর্কে অবগত হবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম জানতে পারবেন।
- সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎসগুলো বলতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | মহানগর, মেয়র, শান্তি-শৃঙ্খলা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নৈশ বিদ্যালয়, জনস্বাস্থ্য |

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হচ্ছে- সিটি কর্পোরেশন। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট **১১** টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। এগুলো হল ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। নগরায়নের প্রভাবে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**গঠন**

প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনকে কতগুলো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত একজন মেয়র সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত কাউন্সিলার এবং সর্বমোট কাউন্সিলরদের এক তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর সমন্বয়ে সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়। মেয়র প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করেন। প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন কাউন্সিলর প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন।

**কার্যাবলি**

মহানগর এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। নিচে তা আলোচনা করা হল-

১। মহানগরীর রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। মোটর গাড়ি, বাস, ট্রাক ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান করে এবং রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২। জনসাধারণের জন্য নিরাপদ খাওয়ার পানি সরবরাহ, কূপ ও গভীর নলকূপ খনন করে এবং আবদ্ধ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে।

৩। সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

৫। মহানগরের পরিবেশের উন্নয়ন ও সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য সিটি কর্পোরেশন রাস্তার পাশে ও উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণ করে। জনসাধারণের অবকাশ যাপনের জন্য উদ্যান নির্মাণ করে।

৬। মহানগরীর নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠন স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান, হোস্টেল নির্মাণ, বৃত্তি প্রদান, পাঠাগার নির্মাণ ও পরিচালনা ইত্যাদি কাজ করে।

৭। সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তন, আর্ট-গ্যালারি, তথ্য কেন্দ্র, যাদুঘর, মুক্তমঞ্চ ইত্যাদি নির্মাণ করে।

৮। মহানগরীর শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সিটি কর্পোরেশন ছোটখাটো বিচার কাজ সম্পাদন করে। বিবাদ মীমাংসা ও মহল্লায় শান্তি রক্ষার জন্য শান্তিরক্ষী নিয়োগ করে। মহানগরীতে চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক রোধ ও সন্ত্রাস দমনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৯। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ, বিভিন্ন স্থানে শৌচাগার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি নির্মাণ করে। এছাড়াও হাসপাতাল, মাতৃসদন, শিশু সদন, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা করে।

১০। সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় ঘরবাড়ি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। অননুমোদিত ঘরবাড়িসহ সকল অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেয় এবং অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের ব্যবস্থা করে।

১১। মহানগরীর গরিব দু:খী মানুষকে সাহায্য করা, অনাথ আশ্রম ও জনকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি রোধ ও পুনর্বাসন, জুয়াখেলা, মাদকাশক্তি ও অসামাজিক কাজ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে।

১২। সিটি কর্পোরেশন মহানগর এলাকায় পঁচা-বাসি ও ভেজাল খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় ও সরবরাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত, আমদানি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান করে।

**আয়ের উৎস**

প্রধান শহরগুলোর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সিটি করপোরেশনের আয়ের বিভিন্ন উৎসগুলো হল ঃ

(ক) সরকার হতে প্রাপ্ত অনুদান;
(খ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;
(গ) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপিত যে-কোনো কর, উপকর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি;
(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান ;
(ঙ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়;
(চ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;
(জ) আইনের অধীন অর্থদন্ড থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | সিটি কর্পোরেশন এর গঠন বর্ণনা করুন। |

**সারসংক্ষেপ**

সিটি কর্পোরেশন হল বিভাগীয় শহর ও প্রধান শহর কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার কাঠামো। বাংলাদেশে বর্তমানে এগারোটি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রত্যেক কাউন্সিলরগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব হল মহানগর এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং নানাবিধ ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে সহায়তা করা।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। বর্তমানে বাংলাদেশে সিটি কর্পোরেশনের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ৫ টি (খ) ৭ টি (গ) ৯ টি (ঘ) ১১ টি

২। সিটি কর্পোরেশনের আয়ের উৎস হল –
(i) কর ও উপকর (ii) অনুদান (iii) নিয়ন্ত্রণাধীন ট্রাস্ট (iv) অর্থদন্ড
কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i (খ) ii + iii (গ) ii + iii + iv (ঘ) সবগুলো

# পাঠ-৮.৮ বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (Special Local Government)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন বলতে পারবেন।
- পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পার্বত্য জেলা পরিষদের আয়ের উৎস জানতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | বিশেষ চাহিদা, ভিন্ন সংস্কৃতি, শান্তি চুক্তি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, পার্বত্য জেলা, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড। |

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। ঐতিহাসিক ভাবে জীবনাচরণ ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা বাঙ্গালিদের চেয়ে আলাদা। তারা তাঁদের আলাদা সত্তার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দীর্ঘ দিন যাবত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য অধিবাসীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বিশেষ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

### পার্বত্য জেলা পরিষদ (Hill Tract District Council)

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রামে। সেখানে বাঙ্গালিদের বসবাসও রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চল বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বহু পূর্ব থেকে বিশেষ এলাকা হিসেবে পরিগণিত। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এ তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বিশেষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে এসব সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য। বর্তমানে সংসদে ৩টি আসন তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের মেয়াদ ৩ বছর থেকে বাড়িয়ে বর্তমানে ৫ বছর করা হয়েছে।

### গঠন-কাঠামো ও প্রকৃতি

একজন চেয়ারম্যান, ৩০ জন সদস্য ও ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত। তাঁরা সরাসরি জনগনের ভোটে নির্বাচিত হন। জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙ্গালিদের প্রতিনিধি নির্ধারিত হয়। চেয়ারম্যান অবশ্যই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত হবেন এবং ৩ জন নারী সদস্যের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙ্গালিদের অনুপাত হবে ২ঃ১। তাঁদের মেয়াদ ৫ বছর এবং সচিবের দায়িত্ব পালন করেন একজন সরকারি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

### কার্যাবলি

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার অন্যান্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা থেকে কিছুটা ভিন্নধর্মী। আর এই অঞ্চলে তিনটি জেলার জন্য রয়েছে তিনটি আলাদা জেলা পরিষদ। নিম্নে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলি উল্লেখ করা হল-

১) স্থানীয় পুলিশ ও জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নতি সাধন।
২) শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তার এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।
৩) স্বাস্থ্য রক্ষা, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।
৪) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও এর বিকাশ সাধন। খেলাধুলার আয়োজন ও উন্নয়ন।

৫) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথার আলোকে তাদের মধ্যে বিরোধের বিচার ও মীমাংসা।
৬) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, স্থানীয় পর্যটনের উন্নয়ন, স্থানীয় শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার।
৭) কৃষি ও বন উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সরবরাহ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৮) পশুপালন ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন।
৯) সমবায় আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান।
১০) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
১১) জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান।

**আয়ের উৎস**

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কিছু আয়ের উৎস রয়েছে। পরিষদের আয়ের উৎসের মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্ত–

১) ভূমি ও দালানকোঠা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর।
২) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ
৪) রাস্তা, পুল ও ফেরির উপর টোল।
৫) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর, চিত্ত বিনোদনমূলক কর্মের উপর কর।
৬) যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি, সামাজিক বিচারের ফি।
৮) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ।
৯) মাছ ধরা ও লটারির উপর কর।
১২) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্র বা পাট্টা সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করুন। |

**সারসংক্ষেপ**

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ ধরনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। ১ জন চেয়ারম্যান, ৩০ জন সাধারণ সদস্য ও ৩ জন নারী সদস্য নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে এ পরিষদ।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?
(ক) ২০০০ সালে (খ) ১৯৯৯ সালে (গ) ১৯৯৮ সালে (ঘ) ১৯৯৭ সালে

২। কোন্‌টি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা –
(i) পার্বত্য জেলা পরিষদ (ii) পার্বত্য ইউনিয়ন পরিষদ (iii) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

# পাঠ-৮.৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council of CHT)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি-**

- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এর গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি জানতে পারবেন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের উৎস নিরূপন করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ** | পাবর্ত্য জেলা, সমন্বয়, চেয়ারম্যান, তদারকি, উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষণ, স্বার্থ সংরক্ষণ |

পার্বত্য তিন জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ২৭ মে থেকে এ আঞ্চলিক পরিষদ কার্যক্রম আরম্ভ করে। আঞ্চলিক পরিষদের উদ্দেশ্য হল এসব জেলার কার্যক্রম সমন্বয় তদারকি ও সাধন করা।

**গঠন**

মোট ২৫ সদস্য বিশিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয় ১ জন চেয়ারম্যান, ১২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য, ৬ জন বাঙালি সদস্য, ২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মহিলা সদস্য, ১ জন বাঙালি মহিলা সদস্য এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩ জন চেয়ারম্যান নিয়ে। চেয়ারম্যান হবেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্য থেকে এবং তিনি মর্যাদার দিক দিয়ে প্রতিমন্ত্রীর সমান। ১২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্যের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মারমা, ২ জন ত্রিপুরা, ১ জন মুরং ও তনচৈংগা এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চক ও খিয়াং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। ৬ জন বাঙালি সদস্যের মধ্যে প্রতিটি পার্বত্য জেলা হতে ২ জন করে থাকবে। ২ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যের মধ্যে ১ জন চাকমা এবং অপর জন অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাঙালি মহিলা সদস্য তিন পার্বত্য জেলা বাঙালি মহিলাগণের মধ্য থেকে আসে। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জেলা পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান দ্বারা পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত। অন্যদিকে জেলার চেয়ারম্যানবৃন্দ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। এ পরিষদের একজন নির্বাহী কর্মকর্তা রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ ৫ বছর মেয়াদের জন্য গঠিত হয়।

**কার্যাবলি**

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ–

১) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও স্থানীয় পরিষদ সমুহের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করা ।
২) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার তত্ত্বাবধান ও সমুন্নত রাখা।
৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-এর কার্যাবলির সার্বিক তত্ত্বাবধান।
৫) পার্বত্য জেলাসমূহের সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়।
৬) জাতীয় শিল্প নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য অঞ্চলে ভারী শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান।
৭) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন।

**আয়ের উৎস**

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিভিন্ন উৎস হতে আয় করে থাকে। নিম্নোক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠিত হয়–

ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ।

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।
গ) সরকারি ঋণ ও অনুদান, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।
ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা।
চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ।
ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইত্যাদি।

প্রতি অর্থ বছর শুরু হবার পূর্বে পরিষদ ঐ বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী বা বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর জন্যই পাবর্ত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পরিষদ এ অঞ্চলের অন্যান্য স্থানীয় সরকার কাঠামোর তদারকি করে। তাছাড়াও প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের আয়ের উৎস কী কী? |
|---|---|

**সারসংক্ষেপ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার উদ্যোগেই ১৯৯৮ সালে প্রণীত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। এর সদস্য সংখ্যা ২৫ জন এবং মেয়াদ ৫ বছর। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তদারক করা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতি ঐতিহ্য রক্ষা করা সহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং অন্যান্য বিনিয়োগ ও স্থানীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থেই এটি পরিচালিত হয়।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯**

**বহুনির্বাচনী অভীক্ষা**

১। কত সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যক্রম আরম্ভ করে?
(ক) ১৯৯৭ সালে (খ) ১৯৯৮ সালে (গ) ১৯৯৯ সালে (ঘ) ২০০০ সালে

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অধীন রয়েছে–
(i) পার্বত্য জেলা পরিষদ (ii) উপজেলা পরিষদ (iii) পৌরসভা

নিচের কোন্‌টি সঠিক
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) iv

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন**

১। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনগণের ভোট প্রদানের হার জাতীয় নির্বাচনের চেয়েও বেশি। এই নির্বাচনে ভোট দিয়ে মানুষ তাদের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। জাতীয়ভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের থেকে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির পার্থক্য হচ্ছে তাদেরকে মানুষ বেশি কাছে পায়। কারণ তারা স্থানীয় জনগণের কাছাকাছি থাকে। ফলে স্থানীয় নাগরিকরা তাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর সত্যি।

ক) স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝায়?
খ) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের কাঠামোটি লিখুন।
গ) ইউনিয়ন পরিষদ অধিক প্রতিনিধিত্বশীল- কেনো?
ঘ) বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব লিখুন?

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি অঞ্চল। এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বহু পূর্ব থেকে বিশেষ এলাকা হিসেবে পরিগণিত।

ক) কোন কোন জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত?
খ) পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সরকার কি রকম?
গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি লিখুন।
ঘ) স্থানীয় সরকারের অংশ হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদের গুরুত্ব লিখুন।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১ : ১। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬ : ১। খ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮ : ১। ঘ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯ : ১। গ ২। ক